



দেশের উদ্যোগিক খণ্ডে অসমের ক্রমবর্ধমান সবল উপস্থিতি যা গুজরাটের কাণ্ডলাতে স্থাপন হওয়ার পথে ই-মিথানল প্রকল্প কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলান্যাস

অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হয় ড০ শর্মার হাত ধরে। ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ সাপেক্ষে প্রকল্পটিতে সৃষ্টি হবে ৩৫০০'র অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ। দেশের অন্যতম বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্রকল্পটিতে অংশীদার হওয়ার জন্য অসমের জন্য এ এক গৌরবের বিষয় বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন। গুয়াহাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর।

RNI REGD. NO. ASSBEN/2015/64350, Postal Regn. No.-SC-69/2025-2027

‘শুভেচ্ছা’ মানবতার ই উৎস মুখ

শুভেচ্ছা

VOLUME- 12, ISSUE : 8 "Shubheccha" (Bengali-Weekly Newspaper), Silchar, Monday 28 September, 2026 • শিলচর ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার মূল্য - ৫.০০ টাকা মাত্র, ৪ পাতা

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদান

নতুন দিল্লিঃ দেশজুড়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ফের রোজগার মেলা। শনিবার ২০তম রোজগার মেলার মাধ্যমে সারা দেশে ৫১ হাজারেরও বেশি নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। দেশের ৪৫টি কেন্দ্রে একযোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কলকাতাতেও কয়েকশো চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই ২০তম রোজগার মেলার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর ও সংস্থায় প্রায় ১২.৭৫ লক্ষ যুবক-যুবতী নিয়োগপত্র পেয়েছেন। রেল, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য,

রাজস্ব, প্রতিরক্ষা এবং আর্থিক পরিষেবা সহ একাধিক মন্ত্রক ও দফতরে এই নিয়োগ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কোনও ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াই যুবক-যুবতীরা চাকরি পেয়েছেন। পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত করার কথাও জানান তিনি। তাঁর দাবি, আগে এসএসসি-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যেখানে ১২ থেকে ১৫ মাস পর্যন্ত সময় লাগত, তা কমিয়ে ৮ থেকে ৯ মাসে আনার উদ্যোগ হয়েছে। সরকারি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মের কথাও তুলে ধরেন তিনি। এদিন ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নবনিযুক্তদের



তিনের পাতায়—

১১ হাজার কোটির সিমেন্ট কারখানা ক্যাবিনেটে অনুমোদন

গুয়াহাটিঃ জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদের পুনরুদ্ধার থেকে কৃষি পরিকাঠামো, শিল্প বিনিয়োগ, সরকারি কর্মীদের বেতন এবং নতুন কৃষি কলেজ—একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল অসম মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার লোকসেবা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জলাভূমি ও মৎস্যসম্পদ ঘিরে। অসমের ‘জলাভূমি ও সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন’ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৭৯৬.৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ ৬৩৭.৫০৪ কোটি টাকা এবং অসম সরকারের অংশ ১৫৯.৩৭৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের অন্তত ১০২টি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত কমিউনিটি বিলের পুনরুদ্ধার



তিনের পাতায়—

পুরনিগম নির্বাচনের সংকল্পপত্র প্রকাশ করল বিজেপি



শিলচরঃ সুশীল সমাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জাঁকালো অনুষ্ঠানে শিলচরের প্রথম পুরনিগম নির্বাচনের সংকল্পপত্র প্রকাশ করল বিজেপি। শুক্রবার বঙ্গভবনে এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন দলের প্রদেশ সভাপতি সাংসদ দিলীপ শইকিয়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জয়ন্তমল বরুয়া, বরাকের দুই মন্ত্রী কৌশিক রাই ও কৃষ্ণেন্দু পাল সহ দলের সাংসদ বিধায়করা। শিলচর পুর এলাকার আম জনতার মন পেতে সংকল্পপত্রে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছে বিজেপি। এরমধ্যে রয়েছে মাস্টার প্ল্যান তৈরির মাধ্যমে শিলচরকে স্বচ্ছ, সবুজ ও অত্যাধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার গুচ্ছ প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি। সংকল্পপত্রের উন্মোচন করে দিলীপ শইকিয়া বলেছেন, পুর নিগমের মাধ্যমে এক উন্নত ও বিকশিত শিলচর গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বিজেপি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর একমাসের মধ্যে

তিনের পাতায়—

বরাক নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিকদের সম্মুখে তুলে ধরছেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগ



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, শিলচরঃ অসম, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড রাজ্যে বরাক নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারদ শীর্ষক প্রকল্পের উপর একটি সভা ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে কাছাড়ের উপায়ুক্ত কার্যালয়ের নিউ কনফারেন্স হলে, শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ভারত সরকার ও জার্মানি সরকারের অর্থায়নে এবং উত্তর-পূর্ব পরিষদ (North Eastern Council-NEC)-এর অধীনে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে North Eastern Region Community Resource

Management Society (NERCORMS) কাজ করবে।

স ভ া য. বিশেষত কাছাড় জেলার বরাক নদী, এর বিভিন্ন

উপনদী এবং সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এলাকার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, জলাধার/ক্যাচমেন্ট এলাকার অবক্ষয়, বন উজাড়, অধিক পলি বহন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাবের কারণে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হয়। এসব কারণে বন্যা, নদী তীরভাঙন, ভূমিধস, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং অন্যান্য নদী-সম্পর্কিত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্যাচমেন্ট এলাকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন, বন্যপ্রাণী ও জলসম্পদের সংরক্ষণ,

অবক্ষয়প্রাপ্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় জনগণ ও কৃষকদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা করা। বিভিন্ন নদী ভাঙন এলাকা পরিদর্শন কালে PWRD, Water Resources Department এবং DDMA-সহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সরবরাহ করার পাশাপাশি তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ NERCORMS-এর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ/নির্দেশ দেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ ক্যাচমেন্ট সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, নদী তীরভাঙন নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরবর্তী মাঠ পরিদর্শন শিববাড়ি সিঙ্কিং জোন পরিদর্শনের পর দলটি নিম্নলিখিত

তিনের পাতায়—

৩ অক্টোবর শিলচর পৌরনিগম নির্বাচন

লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন যত গুরুত্বের দাবি রাখেনা তার থেকে কয়েকগুণ বেশি গুরুত্ব বহন করে চলেছে শিলচর পৌরনিগমের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। একথাই এই সময়ে শিলচর শহরবাসী নানা স্থানে গুঞ্জন নয় বলাবলিও চলছে যা চলার ক্ষেত্রে শ্রবণে ভেসে আসছে। কি এমন এই কাউন্সিলার পদের মধ্যে রয়েছে যাকে নিয়ে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কথা এক্ষেত্রে বলা ভাল, কেননা সব দলের মধ্যেই দেখা গেছে চূড়ান্ত তালিকাতে দাবিদারের মধ্যে যাদের নাম কাটা যায় তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে নির্দল থেকে লড়ছেন, সব না হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হল। পূর্বে ৩৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে পুরসভা ছিল এবার পুরনিগমে ৪২টি ওয়ার্ড। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সব ওয়ার্ডে প্রার্থী নেই অন্যদিকে বিজেপি মিত্রদলের ৪২টিতেই প্রার্থী।

আনিপুরে সিংলা নদীর বেইলি সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু

শ্রীভূমি দীর্ঘ আট মাসের প্রতীক্ষার পর অবশেষে আনিপুরে সিংলা নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত বেইলি সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। বুধবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছেছে নির্মাণকারী সংস্থা। এরপরই শুরু হয়েছে সেতু নির্মাণের প্রাথমিক কাজ এবং দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে থাকা রামকৃষ্ণগর সমজেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে বেইলি সেতুর কাজ শুরু হওয়ায় নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। সিংলা নদীর উপর আনিপুরের পুরনো সেতু ভেঙে পড়ার পর থেকেই রামকৃষ্ণগর সমজেলার সঙ্গে শ্রীভূমি জেলা সদর, হাইলাকান্দি ও শিলচরের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এর প্রভাব পড়ে। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষকে বিকল্প ও দীর্ঘ ঘুরপথ ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে যাতায়াতের সময় যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে পরিবহণ খরচও। সবচেয়ে বেশি সমস্যা পড়েছেন নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী, পণ্যবাহী যানবাহনের চালক এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। বিশেষ করে অসুস্থ রোগীদের শ্রীভূমি জেলা সদর, হাইলাকান্দি কিংবা শিলচরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঘুরপথের কারণে পরিবারের সদস্যদের বাড়তি সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও পণ্য পরিবহণে অতিরিক্ত খরচ ও সময়ের বোঝা তৈরি হয়েছে। সেতু ভেঙে পড়ার পর স্থানীয় মানুষের নদী পারাপারের সুবিধার জন্য অস্থায়ী ফুটব্রিজ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ফুটব্রিজ দিয়ে যানবাহন চলাচল সম্ভব না হওয়ায় বৃহত্তর যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই একটি স্থায়ী বিকল্প সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে বেইলি সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় সেই দাবির বাস্তবায়ন শুরু হল। এদিকে নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পূর্ত বিভাগের বাস্তুকার। পরিদর্শনের পর দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

House Rent Available for Job Holders

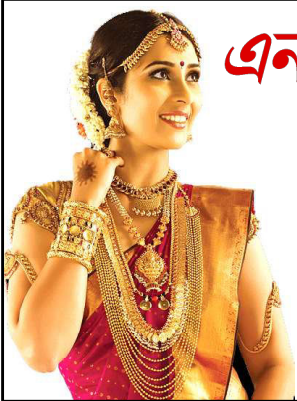
at Prime Location in Silchar.

One Single room with attached

Bathroom and Kitchen and

One Double room with attached Bathroom, Kichen and Balcony.

Please Contact - 9435724853



এন কে জুয়েলার্স

এন এন দত্তরোড,

শিলচর - ৭৮৮০০১,

কাছাড়, আসাম

Hallmark Gold, Making facility available Here
Mob. No. - 9435809452

টেকসই উন্নয়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিলচর : টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুধবার থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়ের নর্থইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সাসটেইনেবল সামিট। এবারের সম্মেলনের মূল বিষয় 'নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ইন দ্য গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটি এজেন্ডা : ইনোভেশন, ইনক্লুশন অ্যান্ড গ্রিন ট্রানজিশনস'।

এদিন সকালে বিপিনচন্দ্র পাল মিলনায়তনে প্রদীপ জ্বালিয়ে দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সূচনা করেন উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ। স্বাগত বক্তব্যে সম্মেলনের আহ্বায়ক ড. লালজো এস. থাংজোম প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত সম্মেলনের যাত্রাপথ তুলে ধরে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক আলোচনা, সহযোগিতা ও সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্বের কথা বলেন। এক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক জ্ঞান, স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং টেকসই উন্নয়নের সমকালীন ধারণাগুলিকে একই মঞ্চে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

সমাজকর্ম বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তরুণ বিকাশ সুকাই সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আয়োজনে সমাজকর্ম বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জনসম্পৃক্ততার মতো বিষয়গুলিতে সমাজকর্মের ভূমিকার গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডিন (অ্যাকাডেমিকস) অধ্যাপক চিরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ও সম্পদের সংকট এখন আর দূরের আশঙ্কা নয়, বরং বর্তমান সময়ের বাস্তবতা। এই পরিস্থিতিতে ধারাবাহিক অ্যাকাডেমিক আলোচনা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

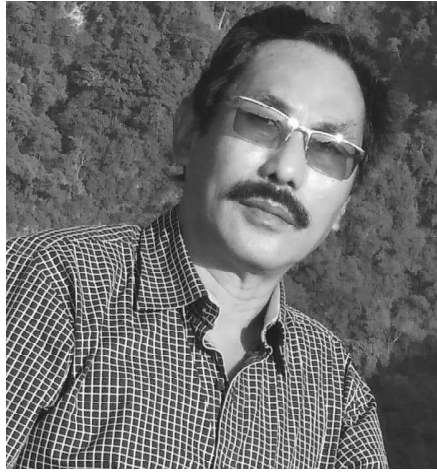
উপাচার্য অধ্যাপক পন্থ উত্তর-পূর্ব ভারতের অনন্য বৈচিত্র্য এবং টেকসই উন্নয়নের আলোচনায় এই অঞ্চলের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সম্প্রদায়ভিত্তিক ঐতিহ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক চর্চার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারত বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

উপাচার্য আরও উল্লেখ করেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে যুক্ত বহু মূল্যবোধ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। বর্তমান সামাজিক, পরিবেশগত ও উন্নয়নমূলক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই মূল্যবোধগুলিকে আধুনিক ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োগ করাই মূল চ্যালেঞ্জ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী পর্বের পর শাহজাহাল ইউনিভার্সিটি অব সোশ্যাল অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশের অধ্যাপক তুলসি কুমার দাস অনলাইনে মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় এক্সসূত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ভূমিকা

কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ, সংস্কৃতি রত্ন

কারণ, আমি জানি যে, নানা পাক-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়বহ এই জগৎ-রূপ অতি দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটি বরাবর এইভাবেই চলতে থাকবে। ... বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক। মানুষ হিসেবে আমরা অন্ত হতে পৃথক কিন্তু প্রাণী হিসেবে স্ত্রী, পুরুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ সকলেই সমান এবং সন্তা হিসেবে তুমি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক। সেই বিরাট সন্তাই ইশ্বর-তিনি বৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চের



চরম একত্ব। তাতে আমরা সকলেই এক হলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্য দিয়ে যা কিছু ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই ভেদাভেদ অবশ্য চিরকালই বিদ্যমান থাকবে। সর্বজনীন ধর্মের অর্থ এই হয় যে, কতকগুলো বিশেষ

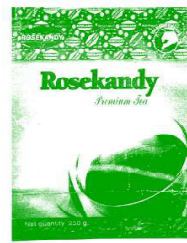
মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করবে তা হলে তা সম্পূর্ণই অসম্ভব। ... যদিও কখনই সমস্ত জগতে একই প্রকারের কোনো অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হতে পারে তবে সৃষ্টি লোপ পাবে। কারণ বৈচিত্র্যতাই মনুষ্য জীবনের মূল ভিত্তি। সম্পূর্ণ সাম্যভর হলে আমাদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। ঈশ্বরের বাণী হিসেবে আমরা যা শুনি-

মন্নি সর্বমিমং প্রভু সূত্রে মণিপণা ইব। আমি মণিপণের ভেতর সূররূপে বর্তমান আছি- এই একএকটি মণিকে একএকটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষ বলা যেতে পারে।

ক্রমশঃ —

Natural, Unique, Healthy, Good To Drink
ROSEKANDY TEA
Is Now Trustea certified

Green Tea is also Available in Silchar At



RAJESH TRADING CO. Premtala, Silchar - 1
Tel : 03842-247214, 234883

জমি বিক্রয়

শিলচর শহরে ২কাঠা জমির ওপর বসতবাড়ি তিনতলা ফাউন্ডেশন যুক্ত বিক্রয় করা হবে, দর আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ করুন :

৯১০১৬৫৩৯৬৫

একের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদান

উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশে উৎসবের মরসুম শুরু হয়েছে। এই সময়েই ৫১ হাজারের বেশি যুবক-যুবতী ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশসেবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাঁদের কাছে এই যোগদানকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হিসেবেও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনের ভারত গড়ার কাজে মহিলা এবং যুব সমাজের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্যে ব্রিকস, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং নতুন বাজারের সুযোগের প্রসঙ্গও উঠে আসে। স্টার্টআপ ও নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা নীতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বেসরকারি ক্ষেত্রে শক্তিশালী করার উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার প্রসঙ্গ। প্রথমবার বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে যোগ দেওয়া কর্মীদের জন্য সরকারের আর্থিক প্রণোদনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পে প্রথমবারের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রণোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

বরাক নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিকদের সম্মুখে তুলে ধরছেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগ

স্থানসমূহ পরিদর্শন করে :

১. বেতুকাঙ্গি জলাভূমি , বরাক নদীর ক্যাচমেন্ট এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জলাভূমিটির ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য;

২. কড়াতিগ্রাম , বরাক নদীর তীরভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য;

৩. অমরনগর ও সত্যনগর , ডালু নদীর তীরভাঙন ও গতিপথের পরিবর্তন এবং নদীর চ্যানেল পরিবর্তন, তীরভাঙন ও সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের পারস্পরিক সম্পর্ক মূল্যায়নের জন্য।

প্রধান প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ বরাক নদীর ক্যাচমেন্ট এলাকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ, বর্ষাকালে বিপুল জলপ্রবাহ, উচ্চমাত্রার পলি পরিবহন এবং অব্যাহত তীরভাঙনের কারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন : নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও মিয়ান্ডার মাইগ্রেশন: নদীর পার্শ্বীয় গতিপথ পরিবর্তন এবং চ্যানেল কাট-অফের ফলে নদীর গতিপথে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে বসতি, সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

নদী তীরভাঙন: নদীর বাঁক এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অংশে তীর তীরভাঙনের ফলে ভূমি ক্ষয় হয় এবং জনবসতি ও সরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ক্যাচমেন্ট এলাকার অবক্ষয়: বন উজাড়, অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার এবং উজানের ক্যাচমেন্ট এলাকার অপরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে জলপ্রবাহ ও মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নাঞ্চলে বন্যার তীব্রতা বাড়তে পারে।

অধিক পলি পরিবহন: উজানের ক্ষয়প্রবণ এলাকাগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ পলি নদীতে এসে জমা হয়। এর ফলে নদীর চ্যানেলের গঠন ও আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে এবং নদীর কার্যকর জলধারণ ও জলপ্রবাহ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

জলাভূমির অবক্ষয়: বেতুকান্দির মতো জলাভূমিগুলি বন্যার জল ধারণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব, এই ধরনের জলাভূমির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারকে সমন্বিত নদী ও ক্যাচমেন্ট ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপসংহার : বরাক নদী ও এর ক্যাচমেন্ট এলাকার দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য নদী ব্যবস্থাপনা, ক্যাচমেন্ট সংরক্ষণ, বন ও জলাভূমি রক্ষা, তীরভাঙন নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়গুলিকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় আনা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং মাঠ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হলে বরাক নদী ও এর সংলগ্ন এলাকার পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জনগণের নিরাপত্তা ও জীবিকার উন্নয়নে তা সহায়ক হবে। প্রকল্প রূপায়ণে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা করবে KFW Development Bank, Germany।



গত শুক্রবার শিলচর প্রেসক্লাব আয়োজিত ও বরাক নাগরিক সংসদ-এর উদ্যোগে রণবীর রায়ের ২৩তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশ্বদীপ গুপ্তকে এবং ঐদিন আলোচনা সভায় গুরুত্ব পায় পুরনিগমের নির্বাচনে যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে এগোনো উচিত, অভিমত উঠে আসে আলোচনা সভায়। সভার সঞ্চালনায় ছিলেন শিলচর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শংকর দে, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি রীতেন ভট্টাচার্য, হিমাংশু দে, অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়, মালবিকা চৌধুরী প্রমুখ। সভায় প্রয়াত সাংবাদিক-সম্পাদক রণবীর রায়কে নিয়ে বিস্তার আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় শিলচর পেনশনার্স ভবনে। শিলচর।

একের পাতার পর

পুরনিগম নির্বাচনের সংকল্পপত্র প্রকাশ করল বিজেপি

নতুন নিগম সংকল্পপত্রে জনতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করবে দ্রুত গতিতে। শহর উন্নয়নের সেই কাজ চোখে দেখতে পাবেন মানুষ। জমা জল মুক্ত শিলচর, যানজট মুক্ত শিলচর, আবর্জনা মুক্ত শিলচর এবং আলো ঝলমলে নতুন শিলচর তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে বিজেপির নির্বাচিত নতুন নিগম। নিগমের মাধ্যমে শহরে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থাপিত হবে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এ দিন সংকল্পপত্র উন্মোচন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় এবং পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় দিলীপ শইকিয়া বলেছেন, এই নির্বাচনে কংগ্রেস সায়েন্সেন্ট মোডে চলে গেছে, এটা সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দলটি সায়েন্সেন্ট মোডে গেলেও বিজেপি নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে কখনই হালকাভাবে দেখে না। এখানে কংগ্রেসকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে রেখেই নির্বাচন লড়তে চলেছে দল। বিজেপিতে টিকিট বণ্টন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট জালিয়াতি নিয়ে নিয়ে গত কিছু দিনে প্রচুর জলধোলা হয়েছে। বক্তব্যে সেই প্রসঙ্গ না টানলেও খানিকটা ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন জয়ন্তমল্ল বরুয়া। তিনি বলেন, নিগম নির্বাচনে প্রার্থীদের দেখে নয়, পদ্মফুল ও হাতি প্রতীক দেখেই ভোট দিতে হবে। আমাদের দলে ভোটের প্রার্থী হলেন নরেন্দ্র মোদি ও হিমন্তবিশ্ব শর্মা। জয়ন্ত বলেন, গুয়াহাটি মহানগরের মত আমরা শিলচরকে তৈরি করব। এটাই বিজেপির প্রতিশ্রুতি, এটাই বিজেপির সংকল্প। এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব রূপ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন নিগম থামবে না। বিজেপির মন্ত্রী হচ্ছে উন্নয়ন আর বিকাশ। শিলচর কর্পোরেশনে কীভাবে কোন তহবিল থেকে বাড়তি অর্থ দেওয়া যায় সেই চেষ্টা রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের থাকবে। এক কথায় শিলচরকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও অত্যাধুনিক মহানগরের রূপ নিতে যা যা করতে হয় সবটাই করবে বিজেপি সরকার। তিনি বলেন, গত ছয় বছর বোর্ড ছিল না। ফলে সরকারি অর্থ আসেনি। তবে সরকারের চেষ্টা থাকবে অর্থ কমিশনের সুদের টাকা নতুন নির্বাচিত পুর নিগমকে কিভাবে দেওয়া যায় এর ব্যবস্থা করা। মন্ত্রী কৌশিক রাই জনতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, নতুন নির্বাচিত নিগমের কার্যকালের প্রথম দিন থেকে কোনও ধরনের ফর্ম কিনতে আর একটি টাকাও ব্যয় করতে হবে না। সব ফর্ম কিংবা লাইসেন্স বানানোর, নবীকরণের ফর্ম পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

অনুমোদন ক্যাবিনেটের বব হাজার কোটির সিমেন্ট কারখানা,

ও সংস্কার করা হবে। মৎস্যজীবীদের জীবিকা এবং জলাভূমি-নির্ভর অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করাও প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

গুয়াহাটি উলুবাড়িতেও নতুন পরিকাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। মশলা পর্যদের জন্য সেখানে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। মশলার গুণমান পরীক্ষা, মান নির্ধারণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো কাজে লাগবে। মশলা পর্যদের দেওয়া নকশা ও প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা মেনে কৃষি দফতর এবং পূর্ত দফতর ভবনটি নির্মাণ করবে।

কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের আওতায় কৃষি প্রকল্পে অর্থ সহায়তার কাঠামোও নির্দিষ্ট করেছে সরকার। কৃষক উৎপাদক সংগঠন, কৃষক উৎপাদক সংস্থা, প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায়ী সংস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ১০ শতাংশ অংশের পুরো অর্থই দেবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, কৃষক, কৃষি-উদ্যোক্তা, নতুন উদ্যোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যৌথ দায়বদ্ধ গোষ্ঠীর মতো ব্যক্তিগত সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ দেবে সরকার। বাকি ৫ শতাংশ দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীকে।

শিল্পক্ষেত্রেও বড় বিনিয়োগের প্রস্তাবে সাই দিয়েছে মন্ত্রিসভা। জে কে লক্ষ্মী সিমেন্ট লিমিটেড অসমে ক্লিন্কার উৎপাদন কারখানা এবং চারটি সিমেন্ট গুঁড়ো করার কারখানা গড়ে তুলতে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। মন্ত্রিসভা সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হতে পারে। শিল্প সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে আরও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শিল্পায়ন প্রকল্পের মূল শর্ত পূরণ করলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে না-পারা যোগ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে রাজ্যের মূলধনী বিনিয়োগ ভর্তুকির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত সময়সীমা রাখা হয়েছে।

সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত আরও ১৬৬ জন মাস্টার রোল, অস্থায়ী এবং নির্দিষ্ট বেতনের কর্মীকে ন্যূনতম বেতনক্রম দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে এই সুবিধা কার্যকর হবে।

বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত 'হিন্দি দিবস সমারোহ'

শিলচর : শিলচরে হিন্দি হয়েছে। তাই তাঁর এলাকা ভবনের পরিকাঠামোর উন্নয়নে উন্নয়ন তহবিল থেকে রাজ্যের রাজ্যসভা সাংসদ এলাকা বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক উন্নয়ন তহবিল থেকে পনেরো কাজকর্মে অর্থ বরাদ্দ করতে লক্ষ টাকা প্রদান করবেন কণাদ হয়। তবে যে কোনও ভাষা - পুরকায়স্থ। রবিবার, শিলচরে সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রাধিকার বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি। উদ্যোগে আয়োজিত 'হিন্দি দিবস সমারোহে' মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে এমন নিজের মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। হিন্দি শ্রদ্ধা ও আবেগ রয়েছে। কারণ ভবনের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্ব মাতৃভাষাতে মনের কথা সহজ আরোপ করে তিনি বলেন, যে ও সরলভাবে দ্রুত প্রকাশ করা কোনও ভাষার প্রচার-প্রসারে যায়। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি নির্দিষ্ট ভবনেরও আবশ্যিকতা আবেগ সমাজে যাতে বিভাজন রয়েছে। সৃষ্টি করতে না পারে, সেবিষয়ে

যেখানে মনমুগ্ধকর প্রত্যেক ভাষাভাষী লোকের পরিবেশে সেই ভাষার সাহিত্য - সজাগ এবং সচেতন থাকা সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে। আবশ্যিক। সাংসদ কণাদ আরও সাংসদ পুরকায়স্থ বলেন, তিনি বলেন, কোন একটি নির্দিষ্ট অসম থেকে সাংসদ নির্বাচিত দিনে বা পক্ষকালে মাতৃভাষার



সাহিত্য- সংস্কৃতি চর্চাই যথেষ্ট নয়। প্রতিনিয়ত সেই সাহিত্য- সংস্কৃতি চর্চা করাও আবশ্যিক। এর আগে স্বাগত বক্তব্যে বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির সভাপতি উদয় শঙ্কর গোস্বামী হিন্দি সাহিত্য - সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে দেশের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি জনগণের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে

উঠেছে হিন্দি। কেননা হিন্দি এতটাই সহজ এবং সরল, যা অন্য ভাষাভাষীর লোকেরা সহজেই রপ্ত করতে পারে। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে সমিতির কর্মকর্তা অশেষ কুমার সিং বলেন, রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বর্তমানে সংসদের হিন্দি বিষয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য। তাই তাঁর কাছে প্রত্যাশা অনেক। শিলচরের হিন্দি ব্যক্তিবর্গ।

ভবনের পরিকাঠামো উন্নয়নে সাংসদ যে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন, সেজন্য সমিতির পক্ষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদ্মশ্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের সঙ্গেও বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিগত দিনে প্রয়াত কবীন্দ্র পুরকায়স্থও বরাকে হিন্দি সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, যা অবিস্মরণীয়।

সেই ধারা অব্যাহত রাখছেন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান কণাদ পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মহাবীর প্রসাদ জৈন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ভোট গণনা কর্মীদের প্রশিক্ষণে ৭টি দলে মাস্টার ট্রেনার নিয়োগ

শিলচর : শিলচর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষে ভোট গণনার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক অ্যাডিশনাল লেভেল মাস্টার ট্রেনার মাস্টার ট্রেনার (এল এম টি) নিয়োগ করা হয়েছে। শুক্রবার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, আগামীকাল শনিবার প্রথম পর্যায়ে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে কাছাড় কলেজে ভোট গণনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে। সংশ্লিষ্ট এল এম টি ও মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ শুরুর অন্তত আধ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রথম দলে রয়েছেন ড. সুমিতা ভট্টাচার্য, ড. দীপঙ্কর রায় ও শ্রী দেবব্রত আচার্য। দ্বিতীয় দলে রয়েছেন ড. অঞ্জনভিনয় পাল, ড. এ. পুষ্পলতা সিংহ ও নবায়তি চৌধুরী। তৃতীয় দলে রয়েছেন কীর্তিভূষণ দে, ড. মেঘমালা মহন্ত এবং ড. গঙ্গেশ ভট্টাচার্য।

চতুর্থ দলে রয়েছেন ড. পঙ্কজ গোস্বামী, ড. হেমন্ত কুমার বরা ও কিশোর কুমার দেব। পঞ্চম দলে রয়েছেন ড. স্বপন দাস, ড. সন্দীপ দেবনাথ ও নিরুপম মহন্ত। ষষ্ঠ দলে রয়েছেন সূর্যসেন দেব, দীপঙ্কর দাস ও ড. সন্তোষ বরা। এছাড়া এল এম টি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন ড. সুদীপ কুমার দাস, খালেদ আজম মজুমদার, সুব্রজিৎ আচার্য ও যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস। প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলির মধ্যে কক্ষ নং ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১৬, ০১৭ ও ১০৭-এ বিভিন্ন দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলা নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক সরকারি বিবৃতিতে শিলচরের জনসংযোগ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।



রবিবার উদ্যোগে বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা মালুগ্রাম-রংপুর মণ্ডলের ৮ নং ওয়ার্ডের ২০৯নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১৩৮তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতা এবং জন-অংশগ্রহণের গুরুত্ব আরও একবার অনুধাবন করার সুযোগ হল বলে তিনি এক বার্তা জানান। নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলচর।

সম্প্রতি দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে যেসকল খবর প্রচার এবং বিরোধী দলের প্রতিবাদ চলে আসছে এদিকে নগাঁওয়ে লোকসভা সমষ্টির উপ-নির্বাচন সন্নিবিষ্ট সে সময়ে সাংসদ তথা রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি গৌরব গগৈ বলেছেন, জ্ঞানেশকে ভবিষ্যতে ভারতীয় জনতা পার্টি সভাপতির পদটি দিতে পারেন। রহাতে দলীয় কর্মীসভায় একথা বললেন গৌরব গগৈ। তিনি আরও বলেন যে, জ্ঞানেশ কুমারের দফতরটি কার্যত ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেলের মত কাজ করে চলেছে। শ্রী গগৈ বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে গিয়ে, তুলে ধরেন আগে ব্যালট বাক্সে কারচুপির অভিযোগ উঠত এখন ভোটের তালিকা থেকেই নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হাইলাকান্ডিতে অসংগঠিত ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু

হাইলাকান্ডি : হাইলাকান্ডি জেলার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের (NSO) নির্দেশনায় এবং আসাম সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে হাইলাকান্ডি সহ সমগ্র রাজ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্র সমীক্ষা (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises - ASUSE) ২০২৫-২৬ শুরু হয়েছে। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়োজিত অ-নিগমিত ও অ-কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা, কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GSDP) তাদের অবদান সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জেলার নির্দিষ্ট কিছু গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের ওয়ার্ড ইউএফএস (UFS) ব্লকে এই সমীক্ষা চালানো হবে। অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের বৈধ পরিচয়পত্রধারী প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রাহক (Enumerator) ও সুপারভাইজারগণ নির্বাচিত এলাকার প্রতিটি ক্ষুদ্র শিল্প, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে নির্ধারিত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন। জেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান বিভাগের পক্ষ থেকে জেলার সমস্ত ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (SHG) এবং সাধারণ নাগরিকদের তথ্য সংগ্রাহকদের সঠিক তথ্য প্রদান করে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, সংগৃহীত সমস্ত তথ্য 'পরিসংখ্যান সংগ্রহ আইন, ২০০৮' অনুযায়ী সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এই তথ্য শুধুমাত্র জাতীয় ও রাজ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে।